SESAME WORKSHOP™

সিসেমি ওয়ার্কশপ
শিশুদের সাথে গল্প বলা/পড়া বিষয়ক নির্দেশিকা

মে ২০২৪, কক্সবাজার

play to learn

SESAME WORKSHOP

ইসিডি কেন্দ্রে/লার্নিং সেন্টারে/ সিএফএস-এ গল্প বলার ধাপসমূহ

সিসেমি ওয়ার্কশপ ইসিডি কেন্দ্রে লার্নিং সেন্টারে ও সিএফএস-এ গল্পের বই বিতরণ করেছে। এই বইগুলি যেমন শিশুদের আনন্দ দিয় তেমনি তাদের বিকাশেও সহায়ক। শিক্ষক/সহায়ক নীচের ধাপগুলি মেনে গল্পের বই পড়াবেন।

১। গল্পবলা/পড়া সেশন পরিচালনার জন্য সহায়কের পূর্ব প্রস্তুতি

- শিক্ষক/সহায়ক শিশুদের শ্রেণি এবং বয়স উপযোগী গল্প নিবাচন করবেন;
- শিক্ষক/সহায়ক গল্প পড়ার আগে একাধিকবার নিজে পড়ে নেবেন;
- শিক্ষক/সহায়ক গল্পটি ভালোভাবে বোঝানোর জন্য সহায়ক উপাদান (যেমন: পিকচার কার্ড, পোস্টার, খেলনা অথবা নিজে ছবি অংকন) সংগ্রহ/ তৈরি করতে পারেন।

২। গল্পবলা /পড়ার পরিবেশ তৈরি

- শিক্ষক/সহায়ক তার চারপাশে আসর জমিয়ে শিশুদের বসাবেন। বসার সময় ছোট শিশুদের সামনে বসতে সাহায্য করবেন;
- শিক্ষক/সহায়ক এমন উচ্চতায় বসবেন যেখান থেকে তাকে সকল শিশু দেখতে পায়। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজের বসার জন্য একটি টুল সংগহ করে নিতে পারেন।

৩। গল্প বলা/পড়া

গল্পের বইগুলি বার্মিজ ভাষায় লেখা আর শিশুরা রোহিঙ্গা ভাষায় কথা বলে। তাই শিক্ষক/সহায়ক শুরুতে পুরো গল্পটি শিশুদের মাতৃভাষায় বলবেন; যেন বই থেকে পড়ার সময় শিশুরা বুঝতে পারে। একটি বই তিন দিন পড়ালে শিক্ষক/সহায়ক নীচের ধারাবাহিকতা রেখে উপস্থাপন করবেন।

১ম দিন

ক। শিশুদের গল্পের বইয়ের সাথে পরিচিত করাবেন (গল্পের নাম, লেখকের নাম বলবেন, প্রচ্ছদ দেখাবেন,যিনি প্রচ্ছদ একেঁছেন তার নাম বলবেন)

খ। পুরো গল্প রোহিঙ্গা ভাষায় মৌখিকভাবে শোনাবেন (হোস্ট কমিউনিটিতে হলে বাংলা ভাষা)।

গ। গল্প বলার সময় বইয়ের দিকে না তাকিয়ে শিক্ষক/সহায়ক শিশুদের দিকে বেশি তাকাবেন।

ঘ। গল্পের সাথে সম্পর্কিত কিছু পরিচিতিমুলক প্রশ্ন করবেন। (যেমন: গল্পের বইয়ে প্রচ্ছদে যদি ব্যক্তি, বস্তু অথবা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে তাহলে সেসব নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন)।

১) তুমি কি জানো ব্যাঙ দেখতে কেমন? এটা কিভাবে ডাকে? (গল্প: ছোট্ট ব্যাঙ রাজকমারী)
২) তুমি কি জানো ডালিম দেখতে কেমন? (গল্প: ডালিম কুমার)
৩) তুমি কি কোনো কিছু খাওয়ার আগে ভালভাবে হাত ধুয়ে নাও? (গল্প: ডালিম কুমার)
৪) তুমি কি প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ কর? (গল্প: ডালিম কুমার)

তারপর শিশুদের নিজের ভাষায় গল্পটি বলতে অনুপ্রাণিত করবেন।

২য় দিন

ক। আগের দিন বলা গল্প নিয়ে প্রশ্ন করুন;

খ। বইয়ের সাথে পরিচয় করাবেন;

গ। প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা থেকে লেখকের নাম ইত্যাদি দেখাবেন ও পড়ে শোনাবেন;

ঘ। গল্প বইয়ের লেখার নিচে আঙুল দিয়ে গল্পটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে শোনাবেন;

ঙ। শিশুদের আরো ভালভাবে বোঝাতে সহায়ক উপাদানগুলো ব্যবহার করবেন;
চ। শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখতে কিছুক্ষণ অন্তর থামবেন এবং শিশুদের প্রশ্ন করতে উৎসাহী করবেন, নিজে প্রশ্ন করবেন।
যেমনঃ

১) ছোট্ট ব্যাঙ রাজকুমারী ফল গাছের নিচে কাকে দেখতে পেল? (গল্প-ছোট্ট ব্যাঙ রাজকুমারী)
২) ব্যাঙরানী ছোট্ট ব্যাঙ রাজকুমারীকে কাদের সাথে দূরে যেতে বারণ করেছিল? (গল্প-ছোট্ট ব্যাঙ রাজকুমারী)
৩) ডালিম কুমার কেন ডালিম পাড়তে পারছিল না? (গল্প-ডালিম কুমার)
৪) ডালিম পাড়ার জন্য গাছ ডালিম কুমারকে কি করতে বলল? (গল্প-ডালিম কুমার)
৫) গল্পে তারা হাত ধোয়া নিয়ে যে ছড়াটি বলেছে, তোমরা কি সেটা বলতে পারবে? (গল্প-ফান উইথ ফ্রেন্ডস)
৬) কয়েকজন শিশুকে গল্পটি তাদের নিজের ভাষায় বলতে বলবেন অথবা শিশুকে নিজে একটি গল্প বানিয়ে বলতে বলবেন।

৩য় দিন

ক। গল্পটি বই থেকে পড়ে শোনাবেন। প্রতিটি পৃষ্ঠার ছবি দেখিয়ে গল্পের প্রতি আকর্ষন তৈরি করুন;
খ। শিক্ষক গল্পটি ২য় দিনের মতো পড়ে শোনাবেন;
গ। কয়েকজন শিশুকে গল্পটি বলতে বলবেন; (গল্পের কোনো অংশ শিশু বাদ দিলে বা ভূলে গেলে শিশুকে থামিয়ে না দিয়ে গল্পটি নিজের মত করে বলার জন্য শিশুকে উৎসাহিত করুন)
ঘ। গল্পে শিক্ষনীয় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করবেন;
ঙ। শিশুরা কি শিখেছে তা যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করবেন;
যেমনঃ

১) তারা, এলমো, সালাম এবং রায়া কোন খেলাটি খেলেছিল? (গল্প-ফান উইথ ফ্রেন্ডস)।
২) তাদের কাগজটিতে কতগুলো রঙ ছিল? রঙ গুলোর নাম কি? (গল্প-ফান উইথ ফ্রেন্ডস)
৩) আমরা দিনে কতবার দাঁত ব্রাশ করব? কেন করব? (গল্প-ফান উইথ ফ্রেন্ডস)
৪) ডালিম কুমার কীভাবে হাত ধূয়েছিল? (গল্প-ডালিম কুমার)
৫) এলমো কেন হাত ধুয়ে ঘুমাতে গেল? (গল্প-ডালিম কমার)
৬) আমরা কিভাবে নিরাপদ থাকব? (গল্প-ছোট্ট ব্যাঙ রাজকমারী)

৪। গল্পবলার সেশন শেষ করা: গল্পের বই এবং সহায়ক উপাদানগুলো গুছিয়ে রাখবেন।

সহায়ক/শিক্ষকদের জন্য পরামর্শ

- ✓ শিশুদের কাছাকাছি/চারিপাশে নিয়ে গল্প বলা/পড়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে;
- ✓ ছোট শিশুরা সহায়কের কাছে বসবে এবং সহায়ক একটু উপরে বসতে পারেন; (সহায়ক টুল ব্যবহার করতে পারেন)
- ✓ এরপর প্রস্তুতির সময়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী শিশুদের নিয়ে গল্পটি উপস্থাপন করতে হবে;
- ✓ গল্প উপস্থাপন সময় নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মেনে উপস্থাপন করতে হবে;
- ✓ প্রথমে গল্পের বইয়ের নাম বলবেন, লেখকের নাম বলবেন, প্রচ্ছদ দেখাবেন, যিনি প্রচ্ছদ একেঁছেন তার নাম বলবেন (গল্প পড়ার প্রথম দিন হলে)

- ✓ বয়স ও ভাষা বিবেচনায় গল্পটি শিশুদের মাতৃভাষায় বলবেন;
- ✓ শব্দ ও ভাষা বিকাশের জন্য শিশুদের দেখিয়ে লাইন বাই লাইন শব্দে আঙ্গুল রেখে পড়বেন;
- ✓ গল্প বলার সময় গল্পের ভাবের সাথে মিল রেখে চোখের মুখের অভিব্যক্তি ও অঙ্গভঙ্গি করবেন;
- ✓ কথার ভাবের সাথে মিল রেখে কণ্ঠস্বরের ওঠানামা ঠিক রাখবেন;
- ✓ গল্প বলার সময় কোনো কঠিন শব্দ থাকলে তা সহজ করার জন্য প্রয়োজনে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করে শিশুদের বোঝাবেন;
- ✓ শিশুদের সাথে স্পষ্ট করে গল্প বলবেন/পড়াবেন;
- ✓ সহজ ভাষায় সরাসরি ও ধীরে ধীরে কথা বলবেন ;
- ✓ ছোট ও সহজ বাক্য ব্যবহার করবেন;
- ✓ গল্প বলার সময় সব শিশুদের দিকে খেয়াল রাখবেন;

সহায়ক/শিক্ষকদের জন্য হ্যান্ডনোট

১। গল্প কী?

গল্প হলো একটি কল্পিত বা বাস্তব ঘটনার বর্ণনা। গল্পের বর্ণনায় সাধারণত কিছু চরিত্র, কিছু ঘটনা, কিছ স্থান, সময় থাকে। গল্পে কিছু উদ্দেশ্য এবং শিখনও থাকতে পারে। এই উপাদানগুলির সমন্বয়ে একটি আকর্ষনীয় বর্ণনার মাধ্যমে গল্প তৈরি হয়। বর্ণনার শৈলী, স্টাইল ও দক্ষতা একটি সাধারণ ঘটনাকেও অসাধারণ গল্প করে তুলতে পারে।

২। গল্পের প্রকারভেদ

গল্প বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। ছোটগল্প, বড়গল্প, রম্যকাহিনী, কল্পকাহিনী, মহাকাব্য, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি। আবার বয়সভেদে গল্পের ভিন্নতা রয়েছে। শিশুদের জন্য এক ধরণের গল্প। কিশোর বয়সের জন্য আরেক ধরণের গল্প, আবার বড়দের জন্য অন্য ধরণের গল্প। বয়সভেদে গল্পের বিষয়বস্তুর যেমন ভিন্নতা প্রয়োজন, তেমনি এর উপস্থাপনায়ও ভিন্নতা প্রয়োজন। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা বা ৫ বছরের নীচের শিশুরা রূপকথ, পশু-পাখি, পোকামাকড় ইত্যাদির গল্প বেশি পছন্দ করে। আবার ৫-১০ বছরের শিশুরা ঈশপের গল্প বা নীতিকথাসহ গল্প বেশি পছন্দ করে। ১০-১৮ বছরের কিশোর বয়সীরা গল্পে সাসপেন্স, রহস্য, উৎকণ্ঠা, নাটকীয়তা পছন্দ করে। সামাজিক-অর্থনৈতিক, ধমীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে শিশুদের গল্পের পছন্দ নির্ধারিত হয়।

৩। শিশু বিকাশে গল্পের গুরুত্ব

শিশুরা গল্প শুনতে ও পড়তে ভালোবাসে। তাই সঠিক গল্প নির্বাচনের মাধ্যমে শিশুদেরকে যেমন আনন্দ দেওয়া যায় ও ব্যস্ত রাখা যায় তেমনি শিশুর বিকাশ উপযোগী গল্প নির্বাচনের মাধ্যমে শিশুর মানসিক, ভাষাগত ও কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

৪। গল্প বলা এবং গল্প পড়া

গল্প বলা: গল্প বলা হয় নিজের মন থেকে, অভিনয়ের মাধ্যমে অথবা মৌখিক, অভিব্যক্তির মাধ্যমে, অথবা গল্পকার ও শ্রোতার মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে।

গল্প পড়া: কোন একটি বই থেকে জোরে জোরে শব্দ করে পড়ে শোনানো, যেখানে অভিনয়, মৌখিক ও অমৌখিক অভিব্যক্তি এবং গল্পকার ও শ্রোতার মিথস্ক্রিয়া থাকতে পারে।

গল্প বলার ক্ষেত্রে, গল্প পড়ার চেয়ে বেশি প্রস্তুতির প্রয়োজন। গল্প পড়ার ক্ষেত্রে শিশুরা বই, শব্দ, ভাষা, ছবি, রং ইত্যাদির সাথে পরিচিত হয়

৫। গল্প বলা বা পড়ার মাধ্যমে শিশুর যে সব উপকার হতে পারে

- শিশুর কল্পনাশক্তি বাড়ে;
- বিশ্ব জগতের সাথে পরিচিত হয়;
- শব্দভান্ডার বাড়ে, বলা ও শোনার দক্ষতা বাড়ে; যা ভাষা বিকাশে সহায়তা করে;
- মনোযোগ বাড়ে;
- মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শেখে;
- ভালো অভ্যাস, ইতিবাচক মানসিকতা ও আত্মবিশ্বাস গড়তে সহায়তা করে;
- অনুভূতি প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা অর্জন করে;
- গল্প শিশুদেরকে আনন্দ দেয়, ফলে শিশুরা নিরুদ্বেগ ও চাপমুক্ত থাকতে শেখে;

৬। শিশুদের সাথে যোগাযোগের উপায়

শেখার সফলতা নির্ভর করে শিশুর সাথে সহায়কের সহজ ও সাবলীলভাবে ভাব বিনিময়ের উপর। ভাব বিনিময় দুইভাবে হতে পারে, মৌখিক এবং অমৌখিক।

মৌখিকভাবে ভাব বিনিময়ঃ মৌখিকভাবে ভাব বিনিময়ের সময়ে কিছু বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

যেমন-

- সহজ ভাষায় সরাসরি ও ধীরে ধীরে কথা বলবেন;
- কথার ভাবের সাথে মিল রেখে কণ্ঠস্বরের ওঠানামা ঠিক রাখবেন;
- খুব উচ্চ স্বরে কথা বলবেন না;
- খুব নিচু স্বরে কথা বলবেন না;
- শিশুদের সাথে স্পষ্ট করে কথা বলবেন;
- শিশুদের কথা বলার মাঝখানে কথা বলবেন না;
- শিশুদের এমন প্রশ্ন করা যেখানে চিন্ত করার সুযোগ রাখবেন;
- ছোট ও সহজ বাক্য ব্যবহার করবেন;

অমৌখিকভাবে ভাব (অভিব্যক্তি) বিনিময় ঃ অমৌখিকভাবে ভাব বিনিময়ের সময় যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন

- শিশুদের সামনে আন্তরিকতার সহিত বসবেন;
- শিশুদের কাছাকাছি যাবেন;
- শিশুদের চোখের সাথে চোখের যোগাযোগ রাখবেন;
- শিশুদের সাথে হাসিখুশী থাকবেন;
- হাত-মাথা-মুখ নাড়াচাড়ার মধ্যে একটা সমন্বয় রক্ষা করবেন;
- কথা ও ভাবের সাথে অঙ্গভঙ্গি ঠিক রাখবেন;
- শিশুদের সাথে উচ্চতা অনুযায়ী বসে কথা বলবেন;

৭। শিশুদেরকে গল্পের বইয়ের ওপর যেভাবে প্রশ্ন করবেন

ইসিডি কেন্দ্রের শিক্ষক/সহায়কগণ ক্লাস পরিচালনা করার সময় শিশুদের নানা ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন। প্রশ্ন করার সময় শিক্ষক/সহায়কগণ খেয়াল রাখবেন যেন প্রশ্ন করলে শিশুরা চিন্তা করে উত্তর দেয়। যেন প্রশ্নের উত্তর খুব ছোট হয়। যা শিশুকে কোনো কিছু ভাবতে শেখায় না, তা শিক্ষক পরিহার করবেন। শিশুদের সাথে ভাবের আদান-প্রদান সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য, তাদেরকে স্পষ্ট ও গুছিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে ক্রমশ দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করবেন। নিচে শিশুদের সাথে প্রশ্ন করার বিভিন্ন ধরণ তুলে ধরা হল-

বদ্ধ প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর সাধারণত হ্যাঁ বা না হয় অথবা খুবই সংক্ষিপ্ত হয়। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে শিশুদের চিন্তা করার এবং বেশি কথা বলার সুযোগ থাকে না। যেমন- এ জায়গাটা কি তোমার ভাল লাগে? এ ধরণের প্রশ্ন শিশুর ভাষা বিকাশে তেমন একটা সহায়তা করে না।

মুক্ত প্রশ্ন

এ ধরণের প্রশ্ন শিশুকে চিন্তা করতে এবং তার নিজের মতো করে উত্তর দিতে সহায়তা করে। এই ধরণের প্রশ্নের উত্তরে সে তার ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। যেমন- এই জায়গাটা তোমার ভাল লাগে কেন?

প্রভাবিত প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্নে, প্রশ্নকর্তার তার পছন্দের উত্তর আশা করে অর্থাৎ শিশু প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রভাবিত হয়। যেমন-এ জায়গাটা খুব সুন্দর, তাই না? এ ধরনের প্রশ্ন করলে শিশুরা তার নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় না। বরং প্রশ্নকর্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী উত্তর দেয়। কাজেই শিশুদেরকে সব ধরণের প্রশ্নই করবেন, তবে প্রশ্নের মধ্যে মুক্ত প্রশ্নের ব্যবহার বেশি থাকবে। তবে প্রভাবিত প্রশ্ন না করায় ভালো।

৮। বিশেষ কৌশলের সাহায্যে গল্প বলা

গল্প শুধু পড়ে শোনানো যায় তা নয়, গল্প নানাভাবেই করা যেতে পারে। গল্প বলার বিশেষ কিছু কৌশল নিচে দেয়া হলো-

- অভিনয়ের মাধ্যমে গল্প বলা;
- পুতুল নাচ বা পাপেট শো'র মাধ্যমে গল্প বলা;
- অঙ্গভঙ্গি ও শব্দ করে গল্প বলা;
- ছবির কাড দিয়ে গল্প বলা;
- নিজে বানিয়ে গল্প তৈরি করা;

৯। সহায়ক/শিক্ষক শিশুদের নিয়ে যেভাবে গল্প তৈরি করতে পারে

কেন্দ্রে সহায়ক/শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গল্প তৈরি করতে পারেন। গল্প বলার সেশন শেষে গল্প তৈরির কাজ সহায়ক/শিক্ষক করতে পারেন।

- গল্প বলার প্রথমে সহায়ক/শিক্ষক সব শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন;
- তারপর বলবেন চলো আমরা আজ একটি গল্প বানাই;
- এরপর বলবেন, শুরুতে আমি একলাইন গল্প বলবো। এরপর আমার পাশে যে বসে আছে, সে বলবে আরেক লাইন;
- এরপর তারপরের জনকে আরেক লাইন গল্প বলতে বলবেন ;
- এভাবে সবাই এক/দুই লাইন করে বলবেন;
- কারো বলতে অসুবিধা হলে সহায়ক/শিক্ষক সহায়তা করবেন;
- এভাবে এক/দুইলাইন করে গল্প বলা চলবে;
- সর্বশেষ শিশু গল্প বলবে;
- এরপর সহায়ক/শিক্ষক আবার সবার শেষে ১/২ লাইন বলে গল্পটা শেষ করবেন;
- সবার কেমন লাগলো জানতে চেয়ে গল্প বানানোর সেশন শেষ করবেন;

***